কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 NOV 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

চরমোনাই পীরের বিবৃতি

কওমি সনদের স্বীকৃতি নিয়ে তামাশা শুরু করেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের পীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, সরকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি নিয়ে তামাশা শুরু করেছে। এর আগে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতার পাঁচ বছর কওমি শিক্ষা সনদের মূল্য ঝুলিয়ে রেখে শেষ মুহূর্তে এসে রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি করেছিল। বর্তমান মহাজোট সরকারও বিগত দিনে কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর জুলুম করে শেষ মুহূর্তে এসে স্বীকৃতির নামে তামাশা করছে। গতকাল শোকবার্তা পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

চরমোনাইয়ের পীর সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভালো চাইলে নিয়ন্ত্রণের ষড়যন্ত্রের পথ না দিয়ে কওমি মাদ্রাসার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে দেশের গ্রহণযোগ্য শীর্ষ আলেমদের শর্ত মেনে শিক্ষা সনদ দ্রুত স্বীকৃতির ব্যবস্থা নিন। এই স্বীকৃতি প্রাপ্তি দেশের লাখ লাখ কওমি শিক্ষার্থীর অধিকার; কোনো সরকারের করুণা বা দয়া নয়। এ নিয়ে কোনো রকম রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হলে এ দেশের কওমি ছাত্র-শিক্ষকরা কাউকে ক্ষমা করবে না। মুফতি রেজাউল করীম বলেন, সরকার একদিকে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির কথা বলছে, অন্যদিকে কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের হয়রানি করছে। শীর্ষ কওমি আলেমদের অপমান করছে। সরকারের এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ সচেতন কওমি আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত কওমি আলেমদের মুক্তি এবং ছাত্র-শিক্ষকদের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের আচরণ ভুল ছিল। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার শীর্ষ আলেমদের মতামতের তোয়াক্কা না করে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ষড়যন্ত্রমূলক আইন পাস করলে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিকে চরমোনাইয়ের পীর গতকাল বিকেলে আল্লামা মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন।